

## ড. ইউনূসের নোবেল জয়ে আনন্দের বন্যা

বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া

অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূসের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি সংবাদ বাংলাদেশে যে আনন্দের বন্যা বয়ে আনে তারই ছোঁয়া এসে লাগে সাত সমুদ্রের পেরিয়ে উত্তর সাগর পারের অতি ছোট অর্থনৈতিকভাবে অতি উন্নত এই দেশ হল্যান্ডেও। অবাক করা ব্যাপার হলো এই আনন্দ, এই উল্লাস কেবলমাত্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝেই সীমিত ছিল না। সমানভাবে উল্লসিত ও আনন্দিত হয়ে উঠেছিল বৃহৎ ডাচ জনগোষ্ঠীও। নোবেল পুরস্কার পাবার অনেক আগ থেকেই প্রফেসর ইউনূস ও তাঁর প্রবর্তিত মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম হল্যান্ডে অতি পরিচিত একটি বিষয়। বিশ্ব সম্পর্কে খবরাদি রাখে অথচ গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে জানে না এমন খুব কম ডাচ রয়েছে। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ডাচ রাজবধূ প্রিন্সেস ম্যাক্সিমা তার দেশ আর্জেন্টিনায় ফলাও করে মাইক্রো ক্রেডিট প্রথা চালু করেছে এবং বিগত কয়েক বছর ধরে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। অধ্যাপক ইউনূসের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সংবাদে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অত্যন্ত ভাল লাগছে যে এমন একটা বিষয়ে এই পুরস্কার দেয়া হলো যা নিবেদিত বিশ্বের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য। এই পুরস্কার আমাকে আরও গভীরভাবে কাজ করে যেতে উৎসাহিত করবে।

শুক্রবার স্থানীয় ডাচ রেডিও, টেলিভিশনে দিনের প্রতিটি সংবাদ বুলেটিনে প্রধান অংশ ছিল গ্রামীণ ব্যাংক ও অধ্যাপক ইউনূস। টিভি চ্যানেলগুলোতে গ্রামবাংলার অংশবিশেষ দেখানো হয় ফলাও করে যেখানে প্রফেসর ইউনূসকে গরিব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে দেখা যায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশের টিভি চ্যানেলগুলোতেও একই দশা। জার্মান, ফরাসী, বেলজিয়ামসহ গোটা ইউরোপের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে ফলাও করে প্রচার করা হয় এই সংবাদ ও গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যকলাপের ফুটেজ। সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি পত্রিকাগুলো বের করে সচিত্র প্রতিবেদন।

বলা বাহুল্য, হল্যান্ডে অধ্যাপক ইউনূস অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তৃতীয় কোন দেশের কোন রাষ্ট্রপতি বা নেতা এমন জনপ্রিয়তা যে অর্জন করতে সক্ষম হয়নি তা নির্দিধায় বলা চলে। হল্যান্ডের বড় বড় দাতা সংগঠন বাংলাদেশ, ভারতসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে অধ্যাপক ইউনূস উদ্ভাবিত মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই কারণে তাঁকে নিয়ে, তাঁর ধারণা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রায়শ লেখা হয়ে থাকে। “ক্রেডিট একজন ব্যক্তির মৌলিক নাগরিক অধিকার” প্রফেসর মুহম্মদ ইউনূসের উচ্চারিত এই কথাটি হল্যান্ডে বহুল প্রচলিত এবং বহুলভাবে ব্যবহৃত। মাস কয়েক আগেও হল্যান্ডে অবস্থিত রজভেল্ট ইনস্টিটিউট থেকে তাকে প্রদান করা হয় শান্তি পুরস্কার। একই সঙ্গে পুরস্কৃত করা হয় আন্তর্জাতিক পারমাণবিক কেন্দ্রের পরিচালক আল বারাদিকে (তিনিও কয়েক বছর আগে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)। ডাচ পরিবারের পুত্রবধূ প্রিন্সেস ম্যাক্সিমার হাত থেকে প্রফেসর ইউনূস গ্রহণ করেন এই পুরস্কার। সে সময় অধ্যাপক ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক ও মাইক্রো ক্রেডিট সংক্রান্ত বিষয়ে হল্যান্ডের জেইল্যান্ড প্রদেশের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে আমারও সে অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়। সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে টের পেয়েছিলাম অধ্যাপক ইউনূসের জনপ্রিয়তার মাত্রা। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ডাচ প্রধানমন্ত্রী মি. লুবার্স। হল ভর্তি লোক। অনুষ্ঠান শুরু হবে হবে। আমরা লবিতে। অন্যদের মাঝে মি. লুবার্স ও গণ্যমান্য ডাচ ব্যক্তিবর্গ। কাঁচের ভেতর দিয়ে এক সময় দেখা গেল প্রফেসর ইউনূসকে বহনকারী গাড়িটি এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে। সবাই উপচে পড়ল অধ্যাপক ইউনূসের দিকে। অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করে উঠল। ইউনূসের বিশালত্বের কাঁচে মুহূর্তে মিইয়ে গেল ডাচ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি। গর্বে বুকটা ভরে উঠল। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে সালাম জানাতেই সহাস্যে বলে উঠলেন, তুমি বিকাশ না? মহৎ হলেই বুঝি এমন হয়। এত ভিড়ের মাঝেও তার অনুমান করে নিতে বেগ পেতে হয়নি। অথচ কতদিন পর দেখা। পাশাপাশি এগিয়ে চলেছি হলের দিকে। অনেকেই নানা ধরনের গিফট, ম্যাগাজিন ওনার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন। দিয়ে ধন্য হচ্ছেন। ওনার হাত ভর্তি। আমাকে দেখিয়ে ‘ওকে দিন, যত্নে থাকবে’, বলে আমার হাতে তাঁর ব্যাগটা ধরিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে গিয়েছিল বাংলাদেশ সাপোর্ট ফ্রন্টের আরও জনা তিনেক সদস্য। কিন্তু সবার সাথে এমনভাবে আলাপ করলেন যেন কত দিনের চেনা। বুঝি এখানেই প্রফেসর ইউনূস অনেকের থেকে শুধু আলাদাই নন, অন্যতম।

প্রফেসর ইউনুসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত পাহাড়ঘেরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সময়টা ১৯৭২। সদ্য ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলাম অর্থনীতি বিভাগে। মোট ৬৫০ জনের লিখিত পরীক্ষায় ৬০ জনকে ডাকল মৌখিক পরীক্ষায়। দুরূহদুরূহ বক্ষে চারতলার অর্থনীতি বিভাগে মৌখিক ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে চমকে উঠার পালা। আসন নিতেই সুদর্শন এক তরুণ অধ্যাপক আমাকে প্রশ্ন করল : ‘আপনি অর্থনীতি নিয়ে কেন পড়তে চান?’ কোন শিক্ষক তার ছাত্রকে ‘আপনি’ সম্বোধন করতে পারে সেই আমার প্রথম দেখা। তারপর তো তিনি আমাদের সকল ছাত্রের ‘আদর্শ’ ছিলেন। স্মার্ট, সুদর্শন, গাড়ি চালিয়ে আসতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে (সে সময় আজকের মতো এত গাড়ির ব্যবহার ছিল না। শিক্ষকদের তো নয়ই)। তার ওপর অর্থনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অধ্যাপক। তিনি গাড়ি চালিয়ে আসতেন, আর আমরা অবাক চোখে তাঁকে দেখতাম।

এরপর অধ্যাপক ইউনুসের সঙ্গে দেখা অনেক বছর পর। ১৯৮৪ সালের দিকে। তিনি তখন সদ্য ম্যাগসেসাই পুরস্কার পেয়েছেন। সে সময় বিদেশে তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হলেও বাংলাদেশে তখনও তেমন হইচই শুরু হয়নি। সে সময় ঢাকা থেকে অনেক হাঁকডাক করে সবে বেরিয়েছে ইংরেজী দৈনিক ডেইলি নিউজ। প্রফেসর ইউনুসের সঙ্গে ফোনে সাক্ষাতকার চেয়ে তাঁর শ্যামলী গ্রামীণ ব্যাংক অফিসে গিয়ে নেয়া সে সাক্ষাতকার ডেইলি নিউজের পোস্ট এডিটরিয়াল পাতায় ছাপা হয়। বিদেশে—সে আমেরিকা হোক আর ইউরোপের যে দেশই হোক—যেখানেই যাই দেশের প্রসঙ্গ এলে উঠে আসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গ, উঠে আসে প্রফেসর ইউনুস। যখন শোনে মহৎ, নিরহঙ্কারী এই ব্যক্তিটিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, জানি তখন তারা অবাক হয়। তাদের কাছে আমার কদর বাড়ে। গত শুক্রবার সকালে রেডিও-টিভিতে নোবেল শান্তি পুরস্কারের নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ফোন বেজে চলে। হল্যান্ডস্থ দূতাবাস থেকে প্রথম সচিব জকি আহাদ ফোন করতেই বলি, খবর পেয়েছেন? জানালেন, সে কারণেই ফোন করা। হল্যান্ডস্থ দূতাবাস কর্তৃপক্ষ একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছে তা হলো দেশের এই গর্বের বিষয়টা তারা অনেককে ফোন করে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছেন। ক্ষণিক বাদেই প্যারিস থেকে ফোন এলো মূকাভিনেতা পার্থ প্রতিম মজুমদারের। বললেন বাড়ি থেকে বেরুব, এমন সময় সংবাদটা পেলাম টিভিতে। ভাবলাম আপনি ওনাকে চেনেন, এমন সুসংবাদটা শেয়ার করি। তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। বাসুগের (বাংলাদেশ সাপোর্ট গ্রুপ) মেইল খুলতেই বিভিন্ন ডাচ উন্নয়ন সংগঠন থেকে চেনা জানাদের মেইল। অভিনন্দন। অভিনন্দন বাণী পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে মেইল পাঠালেন সুরিনামী মহিলা শিলা কোশিয়াল। কাজ করেন হেগ্ শহরে সেবা নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন নামক একটি মাইগ্রেন্ট সংস্থায়। আগামী মাসে চার সপ্তাহের এক প্রশিক্ষণে তিনি ঢাকা যাচ্ছেন গ্রামীণ ব্যাংকে। মাইক্রো ক্রেডিটের ওপর নেবেন প্রশিক্ষণ। ডাচ থার্ড পার্লামেন্টের সদস্য ড. কোরা দেই ‘ই-মেইল’ করে জানালেন তাঁরা যৌথভাবে ড. ইউনুসের কাছে একটি অভিনন্দন বাণী পৌঁছে দেবেন। বেলজিয়াম থেকে বিশিষ্ট আইনবিদ ড. আহমদ জিয়াউদ্দীন মেইলে একটি বাক্য জানালেন— অদ্ভুত ভাল একটি সংবাদ। অভিনন্দন। আমরা গর্বিত। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হল্যান্ড চ্যাপ্টার কো-অর্ডিনেটর জোয়ান কোলাইন ই-মেইল করে জানালেন অভিনন্দন। টিভিতে সংবাদটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে মেইলে, কাউকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলাম, তারই প্রতিক্রিয়া।

গোটা হল্যান্ডে সারাদিন ধরে চলতে থাকে এই ফোন এবং ই-মেইলে অভিনন্দন দেয়া-নেয়ার পালা। এ পুরস্কার পাওয়া যেন কেবল প্রফেসর ইউনুসের একার নয়। এ যেন প্রতিটি বাংলাদেশী, প্রতিটি বাঙালীর প্রাপ্তি। আর তাই বুঝি একে অন্যকে অভিনন্দন জানানোর পালা চলতে থাকে দিনভর। প্রবাসী বাংলাদেশীদের এমন উল্লাসিত হতে খুব কম দেখেছি। অধ্যাপক ইউনুসের এই বিজয় ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে, দেশ ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বে বাংলাদেশীদের মাঝে মিশে গেছে এক হয়ে। জয়তু ইউনুস, জয়তু বাঙালী।

বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া

সাংবাদিক, জাতিসংঘে কর্মরত